গাজায় বৃষ্টিতে পানির নিচে ৭০ হাজার তাঁবু, চরম দুর্ভোগে বাস্তুচ্যুতরা



ছবি: সংগৃহীত

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় টানা ভারী বৃষ্টিতে আশ্রয়শিবিরগুলোতে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ দুর্ভোগ। গত ১২ ঘণ্টার বৃষ্টিতে অন্তত ৭০ হাজার তাঁবু পানিতে ডুবে গেছে। ভিজে নষ্ট হয়েছে বাস্তুচ্যুত মানুষের কম্বল, তোশকসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। আশ্রয়ের সংকটে থাকা এসব মানুষের দুর্ভোগ আরও বেড়েছে।

শনিবার (৭ নভেম্বর) গাজার সরকারি গণমাধ্যম দপ্তর জানায়, টানা বৃষ্টিতে বিভিন্ন আশ্রয়শিবিরের অন্তত ৭০ হাজার তাঁবু প্লাবিত হয়েছে। এতে বহু বাস্তুচ্যুত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তবে এখন পর্যন্ত কারও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।

গাজার সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বৃষ্টির পর জরুরি সহায়তা চেয়ে বাস্তুচ্যুত বাসিন্দাদের কাছ থেকে প্রায় ১ হাজার ৫০০টি ফোনকল পেয়েছেন তারা। এ ছাড়া বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত তিনটি ভবন ধসে পড়েছে। তবে এসব ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।

গাজা নগরীর একটি তাঁবুশিবিরে বৃষ্টির পানি ঠেকাতে বাসিন্দাদের নানা চেষ্টা করতে দেখা গেছে। কেউ ছেঁড়া তাঁবু মেরামত করছেন, কেউ বালু দিয়ে তাঁবুর ভেতরে পানি ঢোকা বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। আবার অনেকে পানিতে ডুবে যাওয়া তাঁবু থেকে শিশুদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিচ্ছেন।

নিজের তাঁবু থেকে পানি সরানোর চেষ্টা করছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা ওলফাত মাগদুব। তিনি জানান, বৃষ্টির প্রথম দিনেই তাদের এমন দুরবস্থা তৈরি হয়েছে। আবার বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি আরও কতটা খারাপ হবে, তা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন তারা।

ওলফাত বলেন, দুই সপ্তাহ আগের বৃষ্টিতেও তাদের বিছানাপত্র ভিজে গিয়েছিল। সে সময় টানা চার দিন মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে ঘুমাতে হয়েছে। এবারও তোশকসহ সব বিছানাপত্র ভিজে যাওয়ায় একই পরিস্থিতিতে পড়তে হচ্ছে তাদের।

পৌরসভা ও সিভিল ডিফেন্স কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, জ্বালানির সংকট এবং উদ্ধারকাজের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাবে বৃষ্টির ক্ষয়ক্ষতি সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। ইসরায়েলের দীর্ঘ সামরিক অভিযানে বুলডোজার ও পানি নিষ্কাশনের গাড়িসহ শত শত যানবাহন ধ্বংস হয়েছে বলেও দাবি করেছেন তারা।

দীর্ঘদিনের যুদ্ধে গাজার ২০ লাখের বেশি মানুষের অধিকাংশই বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। উপত্যকার বড় একটি অংশ পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে। ঘরবাড়ি হারানো এসব মানুষের অনেকেই এখন খোলা আকাশের নিচে কিংবা অস্থায়ী তাঁবুতে দিন কাটাচ্ছেন।

গাজায় পর্যাপ্ত তাঁবু ও নির্মাণসামগ্রী প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করেছে ফিলিস্তিনি সংগঠন হামাস। তবে এ অভিযোগের বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর ত্রাণ তৎপরতা সমন্বয়কারী সংস্থা সিওজিএটি।

শুক্রবার দেওয়া এক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানিয়েছে, ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস মাথায় রেখে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে গাজায় স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা পরিস্থিতির উন্নয়নে কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

সূত্র: রয়টার্স